ছাত্রলীগের কমিটি বিলুপ্তির জের ধরে অস্থিরতা

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের হল ত্যাগের নির্দেশ

জেলা বার্তা পরিবেশক, কুমিল্লা

ছাত্রলীগের মেয়াদোত্তীর্ণ কমিটি বিলুপ্তের জের ধরে অস্থিরতা বিরাজ করায় কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের সব হল পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। রোববার সন্ধ্যা ছয়টার মধ্যে ছাত্রদের এবং আজ সকাল নয়টার মধ্যে ছাত্রীদের হল ছাড়তে বলা হয়েছে। একই সঙ্গে আগামী ১০ অক্টোবর থেকে ১৭ অক্টোবর পর্যন্ত সব ধরনের পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে। ক্যাম্পাসে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব পরিবহন ছাড়া অন্য পরিবহন প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্টার মো. আমিরুল হক চৌধুরী স্বাক্ষরিত এক জরুরি বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়। এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের জরুরি নির্দেশনার পর গতকাল সন্ধ্যা ৬টার মধ্যেই হল ছেড়েছেন ছাত্ররা।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে, গত শুক্রবার মধ্যরাতে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের মেয়াদোত্তীর্ণ কমিটি বিলুপ্ত করে কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগ। এর পরিপ্রেক্ষিতে শনিবার বিকেল তিনটায় একটি পক্ষ কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগকে অভিনন্দন জানিয়ে ক্যাম্পাসে আনন্দ মিছিল ও মোটরসাইকেল নিয়ে মহড়া দেয়। এ সময় বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে গুলি ও ককটেল বিস্ফোরণের শব্দ পাওয়া যায়। অন্য একটি পক্ষ রামদা,

➤ পৃষ্ঠা : ২ ক : ৪

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের

(১২ পৃষ্ঠার পর)

লাঠিসোঁটা ও রড নিয়ে এলে দুই পক্ষ ক্যাম্পাসে আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে রোববার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এ এফ এম আবদুল মঈনের সভাপতিত্বে এক জরুরি ভার্চুয়াল সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-উপাচার্য মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির, ট্রেজারার মো. আসাদুজ্জামান, বিভিন্ন অনুষদের ডিন, পাঁচটি হলের প্রভোস্ট ও প্রক্টরিয়াল বডির সদস্যরা যুক্ত ছিলেন। সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ে যেকোন অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা এড়াতে সিদ্ধান্তগুলো নেয়া হয়। বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়, পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের হলসমূহ বন্ধ থাকবে, ছাত্র হলসমূহে অবস্থানকারী ছাত্রদের ২ অক্টোবর সন্ধ্যা ৬টার মধ্যে হল ত্যাগ করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো, ছাত্রী হলসমূহে অবস্থানকারী ছাত্রীদের সোমবার সকাল ৯টার মধ্যে হল ত্যাগ করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো। এছাড়া আগামী ১০ অক্টোবর থেকে ১৭ অক্টোবর পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সব পরীক্ষাসমূহ স্থগিত থাকবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব পরিবহন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিজস্ব পরিবহন ব্যতীত সব ধরনের পরিবহন ক্যাম্পাসে প্রবেশ বন্ধ থাকবে।